দৈনিক বাংলা

তারিখ 6.1.79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

112

প্রাইমারী শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক

প্রাইমারী শিক্ষাই ছাত্রছাত্রীর জীবনে শিক্ষার ভিত্তি। কিন্তু আমাদের প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের এ ভিত্তি মোটেও সুদৃঢ় নয়। তার মূলে যে সমস্যা বিদ্যমান সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হলো, শিক্ষা-পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিক অবস্থা, পাঠ ক্রমের সীমাবদ্ধতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও পরিবেশের সংকট। এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, আমাদের দেশে প্রাইমারী শিক্ষা পদ্ধতি মোটেও শিশু-মনের উপযোগী নয়। শিশু-মনে 'শিক্ষা ভীতি' নয় বরং শিক্ষার আগ্রহ জন্মানোই প্রাইমারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই প্রাইমারী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন নিবেদিত-প্রাণ-স্নেহশীল শিক্ষক ও শিক্ষার আধুনিক কৌশল। শিশু-মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে নয়, বরং শিশুকে শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্যই প্রাইমারী শিক্ষা ঢেলে সাজানো দরকার। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যত সমালোচনাই থাকুক, সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এদেশে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের তুলনায় কেজি স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষার মান অনেক বেশি উন্নত। এর প্রধান কারণ, শিক্ষার পদ্ধতিগত পার্থক্য। কিন্ডারগার্টেনে যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয় তা শিশু-মনের উপযোগী। শিশুর খেলার সাথী, গল্পের সাথী হয়েই তার শিক্ষককে আপন কৃতিত্ব প্রমাণ করতে হবে। 'বেত মারা' শিক্ষাপদ্ধতি শিশু বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ তুলে দেয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য শিশুর মানসিক অবস্থার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

শিক্ষাপদ্ধতির পরেই আসে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমের প্রসঙ্গ। শিশু-মনের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের অভাব আমাদের দেশে বেশ প্রকট। ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ পাঠ্য পুস্তকের ছড়াছড়ি শিক্ষার মানের অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। শিশু-মনের উপযোগী নির্ভুল পুস্তক প্রকাশ করতে হবে। শিশুর চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ অ-ব্যাখ্যামূলক ছবি-প্রধান পাঠ্য পুস্তক চালু করলে আশা করা যায় শিক্ষার্থী নিজে তার পাঠের সমস্যার সমাধান করে তৃপ্তি লাভ করতে পারবে এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্ম নেবে। শুধু মুখস্ত পাঠ ও পঠনের উপর আমাদের প্রাইমারী শিক্ষার যে চাপ তা রহিত করতে হবে এবং হাতে-কলমে শিশুদের পাঠ দিতে হবে। শিশুদের গ্রুপিং করে একেক দিন একেক জনের নেতৃত্বে কোন উৎসাহমূলক কাজের ভার দিয়ে তাদেরকে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার পাঠ দেয়া উচিত। স্কুল-সংলগ্ন খালি জায়গায় ফুল ও তরকারি বাগান সৃষ্টি করে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি ফুল বা তরকারি গাছের তদারকির ভার দিয়ে তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা জোগালে তারা বয়স্কদের তুলনায় এ ব্যাপারে কত আগ্রহী তারই বাস্তব প্রমাণ মিলবে। মাঝে মাঝে থানা কৃষি অফিসার এসে তাদেরকে সঙ্গ দিতে পারেন এবং কোন ফলের কি কাজ, কি কি ভিটামিন থাকে তাও শিক্ষা দিতে পারেন। শিশু-মন সর্বদাই কর্তৃত্ব হজম করতে অভ্যস্ত নয়। নিজের ক্ষুদ্র একটু কর্তৃত্বের জগৎ থাকলে সে অত্যন্ত খুশিমনে তার কর্তৃত্ব খাটিয়ে উৎসাহ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

স্কুলে কর্মশালা গঠন করে অন্তত এক পিরিয়ড তাদেরকে ইচ্ছামতো যার যা খুশি গাড়ি-ঘোড়া, এরোপ্লেন, লাঙ্গল, মেশিন তৈরি করতে দেয়া উচিত এবং শিক্ষককে তার ছাত্রের ঝোঁক ও একাগ্রতা আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করা উচিত এবং ছাত্রের ব্যক্তিগত রিমার্ক বুক অর্থাৎ মন্তব্য বহিতে তা লিপিবদ্ধ করা উচিত। ক্লাসের শিক্ষা, বাগানের পরিচর্যা, কর্মশালার ঐকান্তিকতা এবং সাধারণ আগ্রহ সম্পর্কে এই বহিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং তার উপরেই ছাত্রের পরীক্ষার কৃতকার্যতা অনেকাংশে নির্ভর করবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর প্রাইমারী অবস্থা থেকেই জোর দেয়া উচিত হবে। মোট কথা, প্রাইমারী শিক্ষার সিলেবাস নিম্নরূপ হলে অধিক ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হবে, এই আমাদের ধারণা।

১ম শ্রেণী: (ক) অক্ষর শিক্ষা, লিখন ও পঠন (বাংলা) (খ) অংক শিক্ষা (পাঠ্য পুস্তকে, হাতে-কলমে ও গল্পে) (গ) কর্মশালার শিক্ষা (অংকন ও যন্ত্রপাতি, দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে) (ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা (হাতে-কলমে ও ছবির বইয়ের মাধ্যমে)।

২য় শ্রেণী (ক) বাংলা (বাস্তব বৈজ্ঞানিক গল্প, উৎসাহমূলক কাহিনী, কবিতা) (খ) অংক (সাধারণ) (গ) কর্মশালার শিক্ষা (হাতে-কলমে) (ঘ) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা (পুস্তক ও ব্যবহারিক) (ঙ) সাধারণ শিক্ষা (বাগানের কাজ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে)।

৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী: (ক) বাংলা: সাহিত্য, দ্রুতপঠন, ব্যাকরণ (আধুনিক যুগের চাহিদানুযায়ী বিষয়মূলক গল্প কাহিনী) (খ) ইংরেজী: সাধারণ (গ) কর্মশালার শিক্ষা: (পুস্তক, ব্যবহারিক) (ঘ) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: (স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, আবিষ্কার, আবিষ্কারকদের কথা, বিষয় পরিচিতি ইত্যাদি) (ঙ) অংক: সাধারণ (চ) সমাজ পাঠ: সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিচিতি (ছ) ধর্ম শিক্ষা: (ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জীবন, ন্যায়-অন্যায়, কর্ম, ফলাফল, উচিত-অনুচিত)।

সাধারণভাবে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারী ধাপ ধরা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্ম-শিক্ষা এ কারণে সুপারিশ করা হচ্ছে যে ধর্মই মানুষকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। বাস্তব জীবনে ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, গতিশীল কর্মজীবনে প্রবেশের আগেই ধর্মীয় বিধিনিষেধের জ্ঞান শিক্ষার্থীর মন ও মানসকে সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে। এ-কারণেই ধর্মশিক্ষা সুপারিশ করা হচ্ছে। ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষার জন্য জীবনমুখী পুস্তক প্রকাশনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

এখন শিক্ষকের যোগ্যতা এবং ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আমাদের প্রাইমারী শিক্ষার বড় বাধা এ সত্য অনস্বীকার্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের প্রাইমারী বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের সবাই পর্যাপ্ত অনুশীলনপ্রাপ্ত নন এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলেও নেশা হিসাবে অনেকেই গ্রহণ করেননি। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক এবং উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত রুচিবান ও আদর্শ শিক্ষক সৃষ্টি করতে না পারলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কখনও প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসবে না। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের আদর্শই শিক্ষার্থীর মন ও মানসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। অথচ আমাদের শিক্ষক সমাজের সবাই কি ছাত্রদের সামনে আদর্শ হিসাবে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখেন? অবশ্য তেমন আদর্শবান শিক্ষক যে একেবারে নেই সেকথা বলছি না। দেরীতে স্কুলে গমন, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই স্কুল ছুটি দেওয়া, ক্লাশে অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ, ছাত্রদের ব্যক্তিগত কাজে নিয়োগ, যখন তখন বেত্রাঘাত এবং ভুল শিক্ষাদান প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির অতি প্রাচীন ব্যাধি। এই ব্যাধি দূর করতে হলে সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তব কর্মপদ্ধতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী একটি সভ্য জাতির বড় সম্পদ এবং গর্ব। তাই স্বাধীন জাতি হিসাবে উপযুক্ত শিক্ষক সৃষ্টিই হবে আমাদের পবিত্রতম দায়িত্ব। প্রকৃত শিক্ষকমন্ডলী সৃষ্টি হলে তাদের হাতে জন্ম নেবে অগণিত সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং জ্ঞানী-গুণী। তাই প্রাইমারী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে উপযুক্ত শিক্ষক বাছাই করে প্রাইমারী শিক্ষাকে অর্থবহ ও কালোপযোগী করতে হবে।

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে সরকারী পর্যায়ে গভীর ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে, এ খুবই আশার কথা: এই প্রেক্ষিতেই প্রাইমারী শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো। শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে তা কিছুটা সহায়ক হবে বলেই আশা করি।